গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৩ শাখা
www.mopa.gov.bd

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৩য় ও ৪র্থ প্রান্তিকের সভার (zomm app-এর মাধ্যমে) কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	শেখ ইউসুফ হারুন সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৪ জুলাই, ২০২০ খ্রি.
সময়	:	সকাল ১১.০০ টা

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সভার আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

ক: পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
খ: বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
গ: সংযুক্ত/অধীন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
ঘ: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের ৩য় ও ৪র্থ প্রান্তিকের প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ/২০২০ এবং এপ্রিল-জুন/২০২০) পর্যালোচনা ও অনুমোদন; এবং
ঙ. বিবিধ।

আলোচ্যসূচি কঃ পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:

পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং কমিটির সকল সদস্যকে কার্যবিবরণীর কপি সরবরাহ করা হয়। অত:পর কমিটির সদস্যগণের সম্মতিতে পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি খঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ কর্তৃক শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বিগত সভার সিদ্ধান্ত ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার আলোকে ৩য় ও ৪র্থ প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২০ এবং এপ্রিল-জুন/২০২০)-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

এ পর্যায়ে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন অনুবিভাগ প্রধান কর্তৃক স্ব-স্ব অনুবিভাগের জন্য নির্ধারিত কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি এবং বিগত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সভায় পেশ করা হয়। বিষয়গুলো নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

বিষয়	গৃহীত কার্যক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১. অংশগ্রহণমূলক সম্পাদিত কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রস্তাবিত কর্মকৃতিভিত্তিক বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (APAR) আরও উন্নত, সহজ ও ব্যবহারোপযোগী করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা করে একটি প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রেজেন্টেশনটি গত ১০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবিভাগ প্রধানগণের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয় এবং মতামত গ্রহণ করা হয়। গত ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে উক্ত APAR সংক্রান্ত একটি প্রেজেন্টেশন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণের সম্মুখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় উক্ত সভায় বিভিন্ন দেশের কর্মকৃতিভিত্তিক মূল্যায়ন (Performance Appraisal) ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়া, ঘানা, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাজ্যের Performance Appraisal ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে।	১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে (zoom app এর মাধ্যমে) ভার্চুয়ালি কর্মশালা আয়োজন করতে হবে। ২. APAR অনুযায়ী এসিআর-এর বর্ণিত মন্তব্য অনুসরণপূর্বক কর্মকর্তাদেরকে দক্ষতাভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহে পদায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৩. APAR-এ কর্মকর্তাদের বিভিন্ন পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম (Extra curicular Activities) যুক্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব, সিপিটি অনুবিভাগ

	প্রস্তাবিত APAR আরও উন্নত, সহজ ও ব্যবহারোপযোগী করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে ৩১/০৩/২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি কর্মশালা আয়োজনের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলেও কোভিড-১৯ এর প্রাদূর্ভাবের কারণে কর্মশালাটি স্থগিত করা হয়।		
২. কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রণয়ন	বিসিএস ক্যাডার এবং সরকারের উপসচিব ও তদুর্ধ্ব (প্রশাসন) পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য কর্মজীবন পরিকল্পনা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি খসড়া নীতিমালা প্রস্তুতপূর্বক গত ১৯/১২/২০১৯ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি।	বর্ণিত নীতিমালা চূড়ান্তকরণের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব, সিপিটি অনুবিভাগ
৩. কর্মজীবন উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারনে এ মন্ত্রণালয় প্রায় ২ মাস ৩য় বারের মতো সাধারণ ছুটির আওতায় ছিল। পরবর্তীতে বিগত ৩১/০৫/২০২০ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম চালু হলেও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৮/০৫/২০২০ তারিখের নির্দেশনা মোতাবেক সীমিত আকারে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আপাতত: স্থগিত রয়েছে।	১. স্বত্ত্বর নবনিযুক্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ শুরুর ব্যবস্থা নিতে হবে। ২. অনলাইন প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব সিপিটি অনুবিভাগকে প্রধান করে কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটিকে অবশ্যই প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিষয়টি (প্রশিক্ষণার্থীদের সম্মানী, আপ্যায়ন ও আনুষঙ্গিক ব্যয়) বিবেচনায় রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করতে হবে। ৩. বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে অনলাইন প্রশিক্ষণ নীতিমালা খসড়াকরণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রয়োজনে অনলাইন প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ণেরপূর্বে বিসিএস প্রশাসন একাডেমিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত গ্রহণ করতে হবে। ৪. স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণগুলো ১০০% অনলাইনে করতে হবে। ৫. দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণগুলো ১০০% করা যায় কিনা তা বিবেচনা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব, সিপিটি অনুবিভাগ

৪. শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা/২০১৯-২০২০ অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার বিগত ২৪ ডিসেম্বর/২০১৯ তারিখ প্রদান করা হয়েছে।	জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি দ্রুত সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য প্রার্থী তালিকা তৈরি করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (শৃঙ্খলা ও তদন্ত)
৫. মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ প্রণয়ন, উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	(ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নের ০৩ টি উদ্ভাবনী ধারণা গ্রহণ করা হয়: ১. সরকারি কর্মচারীদের পদায়ন/বদলি/ পদোন্নতির অফিস আদেশ মোবাইল নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণকে অবহিতকরণ; ২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ডিসপ্লে/KIOSK স্থাপন; ৩. অনুসন্ধানের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে এবং অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল হতেই প্রয়োজনীয় সরকারি বিধিবিধান সংগ্রহ। উক্ত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গত ০৪/১২/২০১৯ তারিখে মোট ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকার অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। বাজেট বরাদ্দ না পাওয়ায় এবং পরবর্তীতে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন এখনও সম্ভব হয়নি। (খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জানুয়ারি, ২০২০ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসের মধ্যে ০৮ টি বিভাগীয় শহরে দুই দিনব্যাপী ইনোভেশন শোকেসিং সম্পন্ন হয়েছে। (গ) ইনোভেশন শোকেসিং সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য গত ০৯ মার্চ ২০২০ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও রংপুর বিভাগ হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। তাছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা ইনোভেশন শোকেসিং পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। এ সকল প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাছাই করে রেপ্লিকেশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (ঘ) দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে গত ০২/০৯/১৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে আর কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	ক. (১) সেবাগ্রহীতাদের সাথে আলোচনাক্রমে তাদের চাহিদার ভিত্তিতে apps সমূহ প্রস্তুত করতে হবে এবং ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিদ্যমান apps সমূহ পর্যালোচনা করার জন্য অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মহোদয়কে প্রধান করে বিভিন্ন অনুবিভাগসমূহ হতে সেবা গ্রহীতাদের উপস্থিতিতে কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত apps সমূহের যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করবেন এবং ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। খ. কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীজনিত পরিস্থিতি উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত উদ্ভাবনী মেলাসমূহ স্থগিত থাকবে। গ. কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীজনিত পরিস্থিতি উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ইনোভেশন শোকেসিং স্থগিত থাকবে। ঘ. দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন উদ্ভাবনী উদ্যোগ আছে কি'না পত্র প্রদানপূর্বক জানতে হবে। যেসকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ আছে তাদেরকে নিয়ে ভার্চুয়াল সভা করতে হবে। ঙ. zoom app এর মাধ্যমে উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে সভা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব, সিপিটি অনুবিভাগ

আলোচ্যসূচি গ ঃ সংযুক্ত/অধীন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রমের ৩য় ও ৪র্থ প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২০ এবং এপ্রিল-জুন/২০২০)-এর অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

এ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধান/তাদের প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপিত স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থার জন্য নির্ধারিত কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি এবং এ বিষয়ে সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

	গৃহীত কার্যক্রম ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১. বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি হল- ১. বিপিএটিসি'র শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ৩য় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৫.০৩.২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।	১. বিপিএটিসিতে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে। আগামী অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	২. কেন্দ্রের বিভিন্ন কোর্সের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত আছে।	২. সিপিটি অনুবিভাগ রিসোর্স পার্সন পুল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এ বিষয়ক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করবে। উল্লেখ্য ঢাকার ভিতরে যেসকল প্রশিক্ষক আছেন তারা যেন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে একই বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।
	৩. প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করে পারফরম্যান্স বা কলমচিত্র (TCR) প্রস্তুত করা হচ্ছে।	৩. TCR প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয়ে এটির পর্যালোচনা এবং এ সম্পর্কিত সভা করে প্রযোজ্য অংশ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীর ডোসিয়ারে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা চলমান রাখতে হবে।
	৪. প্রশিক্ষণার্থীদের কলমচিত্র (TCR) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়।	৪. অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের TCR সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ এবং প্রেরিত তথ্যের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
	৫. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিপিএটিসি'র পণ্য, সেবা এবং পূর্ত কাজ ৬৫% e-GP পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে এবং দাপ্তরিক কার্যক্রম e-filing এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে ইজিপির হার ৭৫% উন্নিত করার চেষ্টা করা হবে এবং ১৮৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ই-ফাইলিং কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বিপিএটিসি ১১তম অবস্থানে রয়েছে।	৫. বিপিএটিসি-তে e-GP, e-Filing ১০০% বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।
২. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি।	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি হল- ১. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমিতে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। একাডেমিতে নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির সভায় বিসিএস প্রশাসন একাডেমির জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়	১. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমিতে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে এবং যথাসময়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সম্পন্ন করতে হবে। ২. সকল কোর্সে SDG বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ অব্যাহত রাখতে হবে।

	এবং এ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, একাডেমির জন্য প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন একাডেমির নৈতিকতা কমিটির সভায় পর্যালোচনা ও অনুমোদনক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২. একাডেমিতে পরিচালিত আইন ও প্রশাসন কোর্সে এসডিজি বিষয়ে পৃথক মডিউল রয়েছে। এছাড়াও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য শর্টকোর্সসমূহেও এসডিজি বিষয়ে বিভিন্ন মডিউল অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। একাডেমিতে বর্তমান ও সাবেক এসডিজি বিষয়ক সমন্বয়কসহ অন্যান্য অভিজ্ঞ অতিথি বক্তাদের এসডিজি বিষয়ে লেকচার প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়া, এসডিজি বিষয়ে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। ক্লাস লেকচার, এ্যাসাইনমেন্ট এবং ওয়ার্কসপের মাধ্যমে এসডিজি এর বিভিন্ন গোল, টার্গেট ও ইন্ডিকেটর বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক ধারণা প্রদান করা হয়। ৩. বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে চলমান বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিপিএটিসির নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। আইন ও প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্সসহ একাডেমিতে পরিচালিত অন্যান্য প্রশিক্ষণে একাডেমি কর্তৃক প্রণীত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধতি, ২০১৭ অনুসরণ করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের অবগতির জন্য উক্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধতি সকল প্রশিক্ষণ গাইডলাইনে সন্নিবেশিত করা হয়। ৪. e-Filing ব্যবহারের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ছোট দপ্তর/সংস্থা ক্যাটাগরিতে বিসিএস প্রশাসন একাডেমি জুন, ২০২০ মাসে ১৮৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২০ তম অবস্থানে রয়েছে। একাডেমিতে ই-ফাইলিং এবং ই-জিপি ১০০% বাস্তবায়ন করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।	৩. বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে চলমান বুনিয়াদী প্রশিক্ষণসমূহে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চলমান সকল অসাঞ্জস্যতা দ্রুত দূরীভূত করে একই স্ট্যান্ডার্ডে প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়ন করতে হবে। ৪. একাডেমিতে e-GP, e-Filing ১০০% বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৩. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন।	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি হল- ১. বিয়ামের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। ২. বিয়াম নিজস্ব আয়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, বিধায় দৈনন্দিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি অনুসরণের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সরকারি অর্থে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কাজ ই-জিপি এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করে বাস্তবায়ন করা হয়। ই-ফাইলিং কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ১০০% বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৩. বিপিএটিসি থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে।	১. বিয়ামে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে এবং যথাসময়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সম্পন্ন করতে হবে। ২. বিয়ামে ই-জিপি এবং ই-ফাইলিং ১০০% ভাগ বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ৩. বিপিএটিসি থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করে একই স্ট্যান্ডার্ডে প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়ন অব্যাহত রাখতে হবে। ৪. অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪. বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি হল- ০১. বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত নৈতিকতা কমিটির সভা ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।	১. বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে এবং যথাসময়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সম্পন্ন করতে হবে।

	০২. প্রধান কার্যালয়ে অনুসৃত Automation Software এর কার্যক্রম বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও রাজশাহীতে শুরু করা হয়েছে। ০৩. প্রজাতন্ত্রের ১১-২০ গ্রেডে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি/শিক্ষা সহায়তা (২) অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে এবং অনুদানের টাকা EFT এর মাধ্যমে কর্মচারীর অ্যাকাউন্টে প্রেরণ করা হচ্ছে। ০৪. কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদানের জন্য নতুন সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সকল অনুদানের আবেদন অনলাইনে গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। উপরে উল্লিখিত ৩টি অনুদানকে একত্রিত করে সফট্ওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। শীঘ্রই উক্ত সফট্ওয়্যার চূড়ান্তকরণ করা হবে এবং বিভাগীয় কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হবে। ০৫. প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। ০৬. প্রধান কার্যালয়ের ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ০৭. বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকতা-কর্মচারীদের ডিজিটাল হাজিরা নিশ্চিত করা হয়েছে। ০৮. আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধিত হওয়ায় ইতোমধ্যে কল্যাণের চাঁদা, যৌথবীমার প্রিমিয়াম যথাক্রমে ১৫০/- ও ১০০/- সর্বোচ্চ করা হয়েছে। কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় ১লা জুলাই, ২০১৯ তারিখ হতে দ্বিগুণ হারে প্রদান করা হচ্ছে।	২. Automation Software এর কার্যক্রম বিভাগীয় কার্যালয়ে সম্প্রসারণ ও অব্যাহত রাখতে হবে। ৩. সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি/শিক্ষা সহায়তা অক্ষম/ অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি অনুদানের টাকা EFT এর মাধ্যমে প্রেরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ০৪. কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদানের সফট্ওয়্যার প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং সকল অনুদানের আবেদন অনলাইনে গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। ০৫. ই-জিপি ও ই-ফাইল শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
৫. মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি হল- (ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা ২০১৯-২০ অনুযায়ী মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ২২/০৭/১৯ তারিখের ০৫.০৪.০০০০. ০০৯.৩৪.০০৮.১৯/১৭৯০ সংখ্যক স্মারকমূলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৩/১২/২০১৯ তারিখে নৈতিকতা কমিটির ২য় ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯) এ কার্যালয়ের ০৭/০১/২০২০ তারিখের ৫৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) অধিদপ্তরে শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে গ্রেড ১১ হতে ২০ পর্যন্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৬৩৯ টি শূন্য পদের মধ্যে ১৭৪ পদ সংরক্ষণ করে বাকি ৪৬৫টি শূন্য পদের ছাড়পত্র প্রদানের প্রস্তাব এ কার্যালয়ের ১৩৩৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ২৯/০৫/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সেই মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্বৃত্ত কর্মচারী শাখার ২৬/০৬/২০১৯ তারিখের ৩৩১ সংখ্যক স্মারকমূলে গ্রেড ১১ হতে ২০ পর্যন্ত মোট ৪০৮টি পদের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের অধীন	ক. মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরকে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। খ. ইতোমধ্যে সংশোধিত পত্র ই-নথির মাধ্যমে জারি করা হয়েছে। শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান কার্যক্রম দ্রুতভাবে সম্পন্ন করতে হবে। গ. ই-ফাইল ও ই-জিপি শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে।

	২টি অফিস ও ৩টি প্রেসের জন্য মোট ৬টি বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি রয়েছে। ৬টি কমিটির মাধ্যমে উল্লিখিত নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা সময় সাপেক্ষ ও ব্যয় বহুল বিধায় ১টি কমিটির মাধ্যমে সকল নিয়োগের কার্যাক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে গত ০৩/১০/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। সেই মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মুদ্রণ শাখার ২০/১০/২০১৯ তারিখের ২৯১ সংখ্যক স্মারকমূলে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সভা গত ১৬/০১/২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ছাড়পত্র প্রদানকৃত ৪০৮টি পদের মধ্যে ৮৫টি পদ বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন না থাকায় উক্ত পদসমূহ বাদ দিয়ে সংশোধিত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সুপারিশ করা হয়। সেই মোতাবেক সংশোধিত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য এ কার্যালয়ের ২৩/০১/২০২০ তারিখের ০৫.০৪.০০০০.০০৯.৩৪.০০১.১৩ (অংশ)/২০৮, সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র লেখা হয়েছে। সংশোধিত ছাড়পত্র পাওয়ার পর নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা হবে। এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্বৃত্ত কর্মচারী শাখায় ২৩/০১/২০২০ তারিখ ১২০৮ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হলে উক্ত শাখা হতে ০৭/০৭/২০২০ তারিখ ৩৩১ নং স্মারকে সংশোধিত শূন্য পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রেরণ করা হয়। গ. অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের অধীন অফিস ও প্রেস-এ দাপ্তরিক কাজে আরও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ই-নথি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ই-নথি কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	
৬. সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর।	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি হল- (১) ক. সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খ. বিগত ২৭/০৮/২০১৯ তারিখ ১ম কোয়ার্টার, ১১/১২/২০১৯ তারিখ ২য় কোয়ার্টার, ২৩/০১/২০২০ তারিখ ৩য় কোয়ার্টার এবং ০৯/০৬/২০২০ তারিখ ৪র্থ কোয়ার্টারের সভা সম্পন্ন হয়েছে। গ. শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর কার্যক্রম ২.১ অনুযায়ী ১ম কোয়ার্টারের ২৮/৮/১৯ তারিখ ১০ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অংশগ্রহণে, ২৫/০৯/২০১৯ তারিখ ২৯ জন স্পীডবোট চালকদের অংশগ্রহণে এবং ৪র্থ কোয়ার্টারের সভা ১৮/০৬/২০২০ তারিখ ১৫ জন সহকারী কমিশনার/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অংশগ্রহণে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ঘ. শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর কার্যক্রম ২.৪ অনুযায়ী এ অধিদপ্তরের ৫০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঙ. শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর কার্যক্রম ৯.২ অনুযায়ী ভাল কাজের ভিত্তিতে মাসিক সেরা কর্মচারী পুরস্কার	(১) সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

	জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ (১ম কোয়ার্টার), অক্টোবর-ডিসেম্বর/১৯ (২য় কোয়াটার, জানুয়ারি-মার্চ/২০২০ (৩য় কোয়ার্টার) এবং এপ্রিল-জুন/২০২০ (৪র্থ কোয়ার্টার) প্রদান করা হয়েছে। চ. গত ২৪/০৯/২০১৯ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত উত্তম চর্চার তালিকার ৩নং ক্রম অনুযায়ী পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকে উৎসাহিত করার নিমিত্ত ত্রৈমাসিক সেরা পরিচ্ছন্ন কর্মীকে প্রণোদনা স্বরূপ প্রাইজবন্ড, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। ছ. শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর কার্যক্রম ১০.১ অনুযায়ী এ অধিদপ্তরের দুইজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ১৪/০৬/২০২০ তারিখ বার্ষিক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।	
	(২). ক. সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর জেলা/উপজেলা থেকে টায়ার ক্রয়ের অর্থ বরাদ্দ, শ্রমিক মজুরী, জিপিএফ ও বিভিন্ন খাতের ব্যয়িত অর্থের হিসাব বিবরণী প্রেরণসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার পত্র, চাকুরী স্থায়ীকরণ, গাড়ির যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও স্পীডবোট মেরামতের আবেদনের সকল পত্রের আদান প্রদান ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ৬০% নথির কার্যক্রম ই-ফাইলে সম্পাদিত হয়। খ. ইলেক্ট্রনিক গভর্ণমেন্ট পকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টালে অন্তর্ভূক্তকরণের জন্য তার ৩০/১০/১৯ তারিখের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.০০৩.১৮.০৮২.১৯-৫২৮৪ মূলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গ. ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম ই-জিপিতে সম্পাদনের লক্ষ্যে সিপিটিইউ কর্তৃক ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। এই অধিপ্তরের পত্র নং ০৫.০৩.০০০০.০০৩.১৮.০৮২.১৯-৬১১৯, তারিখ: ২৯/১২/২০১৯ মূলে অধিদপ্তরের তিন জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই-জিপিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে মহাপরিচালক, সিপিটিইউকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং পত্র নং ০৫.০৩.০০০০.০০৩.১৮.০৮২.১৯.১৬৭, তারিখ: ২০/০১/২০ মূলে ইজিপিতে কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে Organization Admin প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সিপিটিইউকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(২) ই-ফাইল ও ই-জিপি শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে।
	(৩) ক. সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ৬৯টি অকেজো ঘোষিত গাড়ির মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪২টি গাড়ি বিক্রি হয়। অবশিষ্ট (৬৯-৪২)=২৭টি গাড়ির মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৭টি গাড়ি বিক্রি হয়েছে। বাকি (২৭-৭)=২০টি গাড়ির মূল্যে পুন: নির্ধারণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। খ. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ২৪টি গাড়ি অকেজো ঘোষণার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিআরটিএ এর প্রতিবেদন পাওয়া গেছে এবং ০৪/০৩/২০২০ তারিখ অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ. বিভিন্ন জেলার ৫৫টি গাড়ি বিক্রির জন্য ২৭/১২/২০১৯ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে ৩৪টি গাড়ি বিক্রি করা হয়। গাড়ি বিক্রয় বাবদ ৯৩,৫১,১১২/-(তিরানব্বই লক্ষ একান্ন হাজার একশত বার) টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়। অবশিষ্ট (৫৫-৩৪)=২১টি অকেজো গাড়ির মধ্যে ১৮টি গাড়ির মূল্য	(৩) পুরাতন ও অকেজো গাড়ি যৌক্তিক পর্যায়ে দ্রুত বিক্রয়/অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া বৃষ্টির প্রার্দুভাবের কারনে বিগত বছরের ন্যায় যাতে ডেঙ্গুর প্রভাব না হয় সে জন্য পুরানো/অকেজো গাড়িতে জন্ম নেওয়া ডেঙ্গুর লার্ভা বিনষ্ট করতে হবে।

	পুন: নির্ধারণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে এবং বাকি ০৩ গাড়ির সর্বোচ্চ দরদাতা টাকা জমা না করায় জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘ. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিনামূল্যে ১১৩টি যানবাহন হস্তান্তরের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৩/০৩/২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১২১. ২৬.০২২.১৯-১০৩ নং স্মারকে অনুমোদন পাওয়া গেছে। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে এবং গাড়িসমূহ হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	
৭. সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল।	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি হল- ক. শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ২য় প্রান্তিকের অগ্রগতির প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। খ. সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। গ. ই-ফাইল ও ই-জিপি শতভাগ বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। ঘ. স্টোর অটোমেশন ও অনলাইন টেন্ডারিং করা হচ্ছে। ডাক্তারসহ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক সকলের সাথে উৎকৃষ্ট আচরণ প্রদর্শন করা হচ্ছে।	ক. সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ. সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। গ. ই-ফাইল ও ই-জিপি শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি ঘ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য গৃহীত মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের ৩য় ও ৪র্থ প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২০ এবং এপ্রিল-জুন/২০২০)-এর প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক গৃহীত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৩য় ও ৪র্থ প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ/২০২০ এবং এপ্রিল-জুন/২০২০) প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রদত্ত ছক মোতাবেক সভায় উপস্থাপন করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাসমূহের ৩য় ও ৪র্থ প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ/২০২০ এবং এপ্রিল-জুন/২০২০) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অনুমোদিত হয় (পতাকা 'ক' দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্যসূচি ঙ: বিবিধ:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক গৃহীত ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা খসড়া পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত ২০২০-২১ অর্থবছরের খসড়া কর্ম-পরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(শেখ ইউসুফ হারুন)
সচিব
ও
সভাপতি
নৈতিকতা কমিটি
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

নং-০৫.০০.০০০০.১৮২.৯৯.০০১.২০-৪ ১৭/১

তারিখ: ০৪ শ্রাবণ ১৪২৭ / ১৯ জুলাই ২০২০

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২. রেক্টর, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা;
০৩. মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা;
০৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারি কল্যাণ বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা;
০৫. রেক্টর, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকা;
০৬. মহাপরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা;
০৭. অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৮. পরিবহন কমিশনার, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা;
০৯. অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার ও গবেষণা/সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা/বিধি/সিপিটি/প্রশাসন/এপিডি/শৃঙ্খলা ও তদন্ত/ আইন অনুবিভাগ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১০. পরিচালক, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা;
১১. যুগ্মসচিব, বিদেশ প্রশিক্ষণ/সিপিটি/পিএসিসি/প্রশাসন/বাজেট ও অডিট, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১২. সচিবের একান্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
১৩. উপসচিব (প্রশাসন-১/৩, সিপি-১/২/৩, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ-১/২, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ১/২/৩), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৪. উপসচিব (শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা; এবং
১৫. সিনিয়র সহকারী সচিব (বিধি-৪), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(ড.মোঃ মাছুমুর রহমান)
যুগ্মসচিব শৃঙ্খলা-(১) অধিশাখা ও
শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
ফোনঃ ৯৫১৫১৪৭
dis3@mopa.gov.bd